Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – II, Issue-I, published on January 2022, Page No. 1 –10
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁইসমাজের ভাষা

টুকটুকি হালদার
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল- tuki1990bengali@gmail.com

Keyword
মুর্শিদাবাদ জেলা, চাঁই সম্প্রদায়, চাঁই জনগোষ্ঠীর অবস্থান এলাকা, বাংলা ভাষা, মৈথিলী ভাষা, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, চাঁই ভাষার নমুনা, চাঁই ভাষার ভবিষ্যৎ

Abstract
চাঁই সম্প্রদায় বঙ্গদেশের জনজাতি নয়। তারা বিহার থেকে বঙ্গদেশে আগত। তাদের আগমন ঘটেছে নবাব বাদশাহদের হাত ধরে, নবাবদের প্রয়োজনে। মুর্শিদকুলি খাঁ ও তৎপরবর্তীকালে নবাব সরকারের সমরবাহিনীর কাজে চাঁই সম্প্রদায়কে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। মোটামুটি ৬০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় নবাবী জামানা। শাসন চলে যায় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। ভেঙে যায় দেশীয় সামরিক বাহিনী। ফলত নবাবী আমলে আসা চাঁই সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ফিরে যায়নি তাদের স্বদেশ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে। বাংলায় থেকে গেছে। বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর মত বড় নদীতীরবর্তী এলাকা। চাঁই সম্প্রদায় অবঙ্গবাসী হয়েও এখন তারা বঙ্গবাসী এবং তারা সাধারণভাবেই দ্বিভাষী। তারা বঙ্গভাষীদের সাথে বাংলাভাষায় কথা বললেও নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলে। তাদের মাতৃভাষা মৈথিলী ভাষার অপভ্রংশ। তবে দীর্ঘদিন বঙ্গদেশে বাঙালীদের সাথে থাকার সুবাদে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে চাঁই সম্প্রদায়ের বর্তমান ভাষা মৈথিলী ভাষার অপভ্রংশও আর বলা যাবে না; বরং বলা যেতে পারে বাংলা ও মৈথিলী অপভ্রংশ মিলিত একটি মিশ্র ভাষা বা নামকরণ দেওয়া যেতে পারে 'চাঁইভাষা'। এই ভাষার কোন সাহিত্যিক বা লিখিত রূপ নেই, আছে শুধু তাদের কথ্যরূপ। আমার গবেষণাকর্মের নিবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায় চাঁইসমাজের মাতৃভাষার পর্যালোচনা করার প্রয়াস থাকবে। সঙ্গে চাঁইভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, নমুনা ও চাঁই ভাষার ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে তার একটা রূপরেখা টানার প্রয়াস করা হবে উক্ত গবেষণাধর্মী নিবন্ধে।

Discussion
চাঁই সম্প্রদায় বঙ্গদেশের জনজাতি নয়। তারা বিহার থেকে বঙ্গদেশে আগত। মুর্শিদাবাদ বঙ্গদেশের রাজধানী থাকাকালীন মুর্শিদাবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লোক এসেছে জীবিকার সূত্রে। আবার কিছু সম্প্রদায়দের আগমন ঘটেছে নবাব বাদশাহদের হাত ধরে, নবাবদের প্রয়োজনে। নবাবদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলাভ্যন্তরে যারা এসেছে তারা রাজকীয় সাহচর্যে ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে। মুর্শিদকুলি খাঁ ও তৎপরবর্তীকালে

মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের সমরবাহিনী আসে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। আগত মানুষরা ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দু। সমরবাহিনীর এই লোকেরা মূলত আদিম জনজাতি চাঁই সম্প্রদায়। তাদের আদি পদবি 'মণ্ডল'। চাঁই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা (১) চাঁইমণ্ডল ও (২) গুঁড়িমণ্ডল। মোটামুটি ৬০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় নবাবী জামানা। শাসন চলে যায় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। ভেঙে যায় দেশীয় সামরিক বাহিনী। ফলত নবাবী আমলে আসা চাঁই সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ফিরে যায়নি তাদের স্বদেশ বিহারে। বাংলায় থেকে গেছে। তখন তারা বাঁচার তাগিদে গোচারণ, কৃষিকাজ, চাষবাস ও মাছ ধরার কাজ বেছে নেয়। চাঁইমণ্ডলদের আদি পেশা গোচারণ ও চাষবাস এবং গুঁড়িমণ্ডলদের আদি পেশা মাছ ধরা। বাসস্থান হিসেবে বেছে নেয় গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর মত বড় নদীতীরবর্তী এলাকা। এটি আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর পূর্বের ঘটনা। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী W. W. Hunter তাঁর 'A Statistical Account of Bengal, Vol-IX, Districts Of Murshidabad and Pabna' (১৮৭৬) গ্রন্থে প্রথম চাঁই সম্প্রদায়ের কথা বলেন – "(106) Chain, 26,133; this is probably a Behar Caste, and so far as Bengal is concerned, is only found in any numbers in the Districts of Murshidabad and Maldah. They are cultivators and labourers."[১] Hunter চাঁই সম্প্রদায়কে Semi – Hinduized Aboriginals শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করেন এবং তিনি ১৮৭২ সালের জনগণনার সূত্র ধরে মুর্শিদাবাদ জেলায় চাঁইগোষ্ঠীর সংখ্যা দেখিয়েছেন ২৬১৩৩ জন। ১৮৭২ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছর পরে চাঁই জনগোষ্ঠী মানুষের সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে চাঁই সম্প্রদায় অবঙ্গবাসী হয়েও স্থায়ীভাবে বঙ্গবাসী, তাই তারা এখন দ্বিভাষী। তারা বঙ্গভাষীদের সাথে বাংলাভাষায় কথা বললেও নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলে। তাদের মাতৃভাষা মৈথিলী অপভ্রংশ। দীর্ঘদিন বঙ্গদেশে বাঙালীদের সাথে থাকার সুবাদে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে চাঁই সম্প্রদায়ের বর্তমান ভাষা মৈথিলী ভাষার অপভ্রংশও আর বলা যাবে না; বরং বলা যেতে পারে বাংলা ও মৈথিলী অপভ্রংশ মিলিত একটি মিশ্র ভাষা বা নামকরণ দেওয়া যেতে পারে 'চাঁইভাষা'। এই ভাষার কোন সাহিত্যিক বা লিখিত রূপ নেই, আছে শুধু তাদের কথ্যরূপ।

বর্তমানে চাঁই জনগোষ্ঠীর বিস্তার ও বাসস্থান সম্বন্ধে বলা যায় যে, তারা বঙ্গদেশে বসবাসের প্রথমদিন থেকে এখনো পর্যন্ত সংঘবদ্ধ বসবাসে বিশ্বাসী। এখনো চাঁই সম্প্রদায়রা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সংঘবদ্ধ বসবাস করছে। তারা এখনো বিশেষত নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই বাস করছে। গঙ্গা-পদ্মা, ভাগীরথী, ভৈরব, শিয়ালমারী, জলঙ্গী প্রভৃতি মুর্শিদাবাদ জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী তীরবর্তী এলাকায় তাদের বাস। বর্তমানে চাঁই জনগোষ্ঠী পরিপূর্ণ গ্রামগুলি নিম্নরূপ -

জলঙ্গী থানা – বাসুদেবপুর চাঁইপাড়া, দয়ারামপুর, সূর্যনগর কলোনী, নওদাপাড়া, গোদাগাড়ী, চকচৈতন, ২০ নং শিরোচর, সাহেবনগর, ২০ নং সাহেবনগর, জয়পুর প্রভৃতি।

রানিনগর থানা - শিরোচর, খয়েরতলা, পোল্লাগাড়ি ভাঙ্গা মন্দির, নতুন বামনাবাদ, পোল্লাগাড়ি বারোবিঘা, চরমুনশীপাড়া, চররাজাপুর ভাটপাড়া, চর রাজাপুর, চর রাজানগর, চর রাজাপুর পশ্চিম কলোনি, চর সরন্দাজপুর, মালীপাড়া, লক্ষীনারায়ণপুর, বর্ডারপাড়া, দুর্গাপুর, মহাদেবপুর ও উত্তর চর মাঝাড়দিয়াড় প্রভৃতি।

ইসলামপুর থানা - শিবকৃষ্ণপুর, ঘুঘুপাড়া, চাতরা, গোরাইপুর, দৌলতপুর, চর দৌলতপুর, জয়মনিপাড়া, দামোসের ধার, একান্ন বিঘা, শিবনগর, উঁচু শালবোনা, নিচু শালবোনা প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদ থানা – ডাহাপাড়া চাঁইপাড়া, খোশবাগ চাঁইপাড়া, চাঁইপাড়া, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, আমানিগঞ্জ, কুর্মিটোলা চাঁইপাড়া, শশীধরপুর চাঁইপাড়া, চর চাতরা, চুনাখালি মুক্তিনগর, চুনাখালী নিষৎবাগ প্রভৃতি।

জিয়াগঞ্জ থানা – দেবীপুর চাঁইপাড়া, চাঁইপাড়া (জে. এল. নং ১৭), বাগডহর চাঁইপাড়া, আমাইপাড়া চাঁইপাড়া, বড়নগর, মুকুন্দবাগ প্রভৃতি।

ভগবানগোলা থানা - চাঁইপাড়া (জে.এল. নং ২৩), নশীপুর চাঁইপাড়া, বাবুপুর, নির্মলচর, ডিহি ডুমুরিয়া, খামার দিয়াড়, কান্তনগর মৌজার দেবীপুর চাঁইপাড়া, উপর ওড়াহার মৌজার ওড়াহার চাঁইপাড়া, নীচু ওড়াহার চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

রানিতলা থানা – মালিপুর মৌজার করিমপুর চাঁইমণ্ডলপাড়া, নসিপুর মৌজার বদলমাটি চাঁইপাড়া, খাগজানা মৌজার জাজিয়া গ্রামের (১) গিরিমণ্ডলের পাড়া ও (২) সতীশমণ্ডলের পাড়া নামে চাঁইপাড়া, তোপীডাঙ্গা চাঁইপাড়া, ফরিদপুর মৌজার সানকিডাঙ্গা গ্রামের (১) পটল মণ্ডল পাড়া ও (২) যতীনমণ্ডল পাড়া নামে চাঁইপাড়া, ভাণ্ডারা চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

লালগোলা থানা – ঝামরা নয়াগ্রাম মৌজার নতুনদিয়ার চাঁইপাড়া, পানিশালী চাঁইপাড়া, নদাইপুর মৌজার বিরামপুর চাঁইপাড়া, কৃষ্ণপুর মৌজার চাঁইপাড়া, কার্ত্তিকপুর মৌজার বিশ্বনাথপুর চাঁইপাড়া, বাঁশগড়া মৌজার বাঁশগড়া চাঁইপাড়া, ব্রহ্মোত্তর মানিকপুর মৌজার মানিকচক চাঁইমোড়লপাড়া, রাধাকান্তপুর চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

জঙ্গীপুর থানা – ধনপত নগর, গিরিয়া মৌজার লবণচোয়া চাঁইমোড়লপাড়া, তেঘরি চাঁইমণ্ডলপাড়া, কৃষ্ণসাইল চাঁইপাড়া প্রভৃতি।

ফরাক্কা থানা - কাশিনগর, খয়রাকান্দি, শ্রীরামপুর, জাফরগঞ্জ, রঘুনাথপুর, ব্রাহ্মণগ্রাম, কুলি, আভলা, শিকারপুর ইত্যাদি।

উপরের গ্রাম ও পাড়াগুলিতে চাঁইসমাজের সংঘবদ্ধ বাস। ফলে, তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস- জীবনযাপন, ধর্ম-কর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষিকবৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। চাঁইদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ প্রবল। এরা কোনোদিনই কর্মবিমুখ ছিল না। চাঁইয়েরা ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করে না। 'ভিক্ষা' শব্দটি চাঁইরা ঘৃণার চোখে দেখে। ঢাকি বয়ে, মুনিশ খেটে, মাছ ধরে, বাজারে সব্জি বিক্রি করে, শাক পাতা কুড়িয়ে, ঘাস বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করবে বা অন্য যেকোনো কাজ করবে কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালাবে না।

আগেই উল্লেখ করেছি চাঁই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা দ্বিভাষী। তাদের মাতৃভাষা মৈথিলী অপভ্রংশ। তবে বর্তমানে বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষা আর নেই। বাংলা ভাষার মিশ্রণে একটি মিশ্রভাষায় পরিণত হয়েছে। তাই চাঁই জনগোষ্ঠীর ভাষাকে 'মৈথিলী অপভ্রংশ ভাষা' না বলে আমি 'চাঁইভাষা' নামেই অভিহিত করব। গ্রীয়ার্সন কথিত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণের মধ্যে অন্যতম বর্গীকরণ হল অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ। বহিরঙ্গ ভাগের অন্যতম প্রধান ভাষা বিহারের মৈথিলী ভাষা। মৈথিলী ভাষার উৎসসন্ধানে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপের প্রাচ্য শাখা থেকে মাগধী প্রাকৃত জন্ম হয়। মাগধী প্রাকৃত, অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মধ্য দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যের দুটি শাখা উৎপন্ন হয়; পূর্বী ও পশ্চিমা শাখা। পূর্বী শাখা থেকে বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিমা শাখা থেকে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী ভাষার সৃষ্টি হয়; যা বিহার ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত চাঁইরা মূলত বিহার থেকে আগত মৈথিলী ভাষার বাহক। বর্তমানে চাঁই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারা যায় না যে তারা মূলত দ্বিভাষী; বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়। দীর্ঘদিনের সহাবস্থানে তারা প্রায় বাঙালীই হয়ে গেছে। দুটো ভাষাতেই তারা সমান পারদর্শী।

বিহার ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মৈথিলী ভাষা প্রধান ও বহুল প্রচলিত। এই ভাষার বিস্তার – দ্বারভাঙ্গা, মজফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, উত্তর সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ব চম্পারণ অঞ্চল। ভাষাতাত্ত্বিক সীমানা হল – মৈথিলী ভাষার উত্তরে নেপালী, দক্ষিণে মগহী, পূর্বে বাংলা ও পশ্চিমে ভোজপুরী। মৈথিলী ভাষার লিপি ছিল তিরহুতিয়া ও কাইথি। বর্তমানে দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করা হয়। মৈথিলী ভাষা থেকে উদ্ভূত চাঁই সমাজের মাতৃভাষা 'চাঁইভাষা'-র আলোচনা করাই হল এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

চাঁইভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) বাংলা ভাষা থেকে যে সমস্ত শব্দ চাঁই ভাষায় গেছে সেগুলি উল্লেখ করা হল –

'অ' বা 'অ'-কারান্ত শব্দ 'অ্যা' হয়েছে। যেমন - কঠিন > ক্যাঠিন, অকাল > অ্যাকাল, আসন > আস্যান, খাজনা > খ্যাজনা প্রভৃতি।

'এ'-কারান্ত শব্দ 'অ্যা' হয়েছে। যেমন – খেতে > খ্যাইতি, এখনি > অ্যাখনি প্রভৃতি।

'উ'-কারান্ত শব্দ 'ও' হয়েছে। যেমন – চুরি > চোরি, টুপি > টোপি প্রভৃতি।

২) চাঁই ভাষায় 'ন' শব্দের উচ্চারণ হয় 'ল'। যেমন – নদী > লদ্দী, নগর > ল্যগর, নজর > ল্যজর নাড়ি > লাড়ি প্রভৃতি।

৩) ব্যঞ্জন বর্ণের বর্ণদ্বিত্ব চাঁইভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন – বাঁচি > ব্যাঁচ্চি, উপর > উপ্প্যর, নদী > লদ্দী, মেলা > মেল্লা, আপন > অ্যাপ্পন, ঠেকে > ঠ্যেক্কে সবাই > স্যব্ব্যাই প্রভৃতি।

৪) যৌগিক কাল বোঝাতে 'আছ্' এবং 'রহ্' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – দেখইতছথি/ অবইত রইব।

৫) অপিহিনিতি 'ই' চাঁইভাষায় সংরক্ষিত আছে। যেমন – খেতে > খ্যাইতি, শুনে > শুইন্যা প্রভৃতি।

৬) ভবিষ্যৎ কালে অৎ>শতৃ প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন – দেখত্, যাবত্ প্রভৃতি।

৭) 'ল' প্রত্যয় যোগে অতীতকাল গঠন করা হয়। দেখলক, চলিল্ প্রভৃতি।

৮) চাঁই ভাষার সর্বনামের সারণী তুলে ধরা হল –

	একবচন		**বহুবচন**	
	চাঁই ভাষা	**বাংলা ভাষা**	**চাঁই ভাষা**	**বাংলা ভাষা**
প্রথমপুরুষ	ও	সে	ওক্‌রা	তারা
মধ্যমপুরুষ	ত্যাঁয়	তুমি	ত্যাঁয়	তোমরা
উত্তমপুরুষ	হ্যাম্‌মা	আমি	হ্যাম্‌রা	আমরা

৯) চাঁই ভাষার ক্রিয়ার বিভিন্ন কালের সারণী তুলে ধরা হল –

কাল	**বাংলা ভাষার রূপ**	**চাঁই ভাষার রূপ**
অতীত কাল	আমি বাড়ি গিয়েছিলাম	হ্যাম্‌মা ঘ্যর গেলিহ্যায়
	আমরা বাড়ি গিয়েছিলাম	হ্যাম্‌রা ঘ্যর গেল্যাহ্যায়
	তুমি বাড়ি গিয়েছিলে	ত্যাঁয় ঘ্যর গেল্যাহ্যায়
	তোমরা বাড়ি গিয়েছিলে	ত্যাঁয় ঘ্যর গেল্যাহ্যায়
	সে বাড়ি গিয়েছিল	ও ঘ্যর গেল্যাহ্যায়
	তারা বাড়ি গিয়েছিল	ওক্‌রা ঘ্যর গেল্যাহ্যায়
বর্তমান কাল	আমি বাড়ি যাচ্ছি	হ্যাম্‌মা ঘ্যর যাহাকি
	আমরা বাড়ি যাচ্ছি	হ্যাম্‌মা ঘ্যর যাহাকি
	তুমি বাড়ি যাচ্ছ	ত্যাঁয় ঘ্যর যাহাকি
	তোমরা বাড়ি যাচ্ছ	ত্যাঁয় ঘ্যর যাহাকি
	সে বাড়ি যাচ্ছে	ও ঘ্যর যাহা
	তারা বাড়ি যাচ্ছে	ওক্‌রা ঘ্যর যাহা
ভবিষ্যৎ কাল	আমি বাড়ি যাব	হ্যাম্‌মা ঘ্যর যাপ
	আমরা বাড়ি যাব	হ্যাম্‌রা ঘ্যর যাপ

তুমি বাড়ি যাবে	ত্যাঁয় ঘ্যর য্যাবে
তোমরা বাড়ি যাবে	ত্যাঁয় ঘ্যর য্যাবে
সে বাড়ি যাবে	ও ঘ্যর য্যাবে
তারা বাড়ি যাবে	ওক্‌রা ঘ্যর য্যাবে

১০) চাঁই ভাষার কারকের সারণী তুলে ধরা হল -

কারক	**চাঁই ভাষার রূপ**	**বাংলার ভাষার রূপ**
কর্তা কারক	রিনা কেত্তা সুন্দ্যর! শূন্য বিভক্তি।	রিনা কর সুন্দর!
কর্ম কারক	ত্যাঁয় হাম্‌ম্যাকে তাক্ ল্যাগা দেলে। কে বিভক্তি।	তুই আমাকে অবাক করে দিলি।
করণ কারক	অস্যুরগল্যাকে ক্যরদে ত্যাঁয় জ্যব্দ তিরশুল দেকে। দেকে বিভক্তি	অসুরগুলিকে তুই জব্দ করে দে ত্রিশূল দিয়ে।
নিমিত্ত কারক	দেশবাস্যীমে জুন্যে কিচ্ছু ক্যর।	দেশবাসীর জন্য কিছু কর।
অপাদান কারক	মরণসে ড্যর নেহি।	মরণ থেকে ভয় নেই।
অধিকরণ কারক	অ্যাখনি জাড়কে স্যমা। কে বিভক্তি।	এখন শীতকাল।

১১) বাংলা ভাষায় যেখানে সম্বন্ধপদে 'র' বিভক্তি যুক্ত হয় সেখানে চাঁই ভাষায় সম্বন্ধ পদে 'কে' বিভক্তি। যেমন – লজ্জা-শ্যরমকে কাথা – কে বিভক্তি।

১২) সম্বোধন পদে বাংলায় ব্যবহৃত হয় হে, ওহে, ওগো, ওলো; তৎপরিবর্তে চাঁইভাষায় ব্যবহৃত হয় হো, হাঁহো, গে, হাঁগে প্রভৃতি। যেমন – হাঁহো, ওক্‌রা কোথাকে য্যাবাহ্যায়। কা গে উমাকে মা তোর দেখা ন্যাই মিলহাও।

১৩) শব্দবিভক্তির সারণী তুলে ধরা হল -

১৪)

কারক	**একবচন**	**বহুবচন**
কর্তা কারক	শূন্য বা অ	রা, গ্যালা
কর্ম কারক	কে	ক্যানে
করণ কারক	দ্বারা, দেকে, সে	দ্বারা, দেকে, সে
নিমিত্ত কারক	কে	ক্যান, কে
অপাদান কারক	সে, সেতি	সে, সেতি
অধিকরণ কারক	মে, ম্যা	মে, ম্যা
সম্বন্ধ পদ	কে	কে
সম্বোধন পদ	র	ক্যানে

চাঁইভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি হল – কল কল > ক্যাল ক্যাল, চল চল > চ্যাল চ্যাল, কেউ কেউ > কেহু কেহু প্রভৃতি।

১৫) নঞর্থক বাক্যের না-বাচক শব্দটি সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে, কিন্তু চাঁই ভাষায় ক্রিয়ার আগে বসতে দেখা যায়। যেমন - কেকরু মুখ চাহাচাহি তোরা ন্যাই ক্যরিহ্যান। কেহু ত্যন্টি শিক্ষা পাকে ম্যাট্টিম্যা পা ন্যাই গিরাহ্যায়।

১৬) চাঁইভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখানো হল –

কাল	বাংলা ভাষায় বাক্য	চাঁইভাষায় বাক্য
সাধারণ বর্তমান	মিনতি ভাত খায়	মিন্যতি ভাত খাহাকি
ঘটমান বর্তমান	মিনতি ভাত খাচ্ছে	মিন্যতি ভাত খাহায়
পুরাঘটিত বর্তমান	মিনতি ভাত খেয়েছে	মিন্যতি ভাত খ্যালক্যাহ্যায়
বর্তমান অনুজ্ঞা	মিনতি সদা সত্য কথা বলিও	মিন্যতি স্যব স্যমায় স্যাত্তি ক্যাথা ক্যাহাবে
সাধারণ অতীত	মিনতি ভাত খেল	মিন্যতি ভাত খ্যালকাহ্যা
ঘটমান অতীত	মিনতি ভাত খেয়েছিল	মিন্যতি ভাত খ্যালকাহ্যা
পুরাঘটিত অতীত	মিনতি ভাত খেয়েছিল	মিন্যতি ভাত খ্যালকাহ্যা
নিত্যবৃত্ত অতীত	মিনতি ভাত খেত	মিন্যতি ভাত খ্যাতাক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মিনতি ভাত খাবে	মিন্যতি ভাত খ্যাবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	মিনতি ভাত খেতে থাকবে	মিন্যতি ভাত খাইল্যা র‍্যাহেবে
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	মিনতি ভাত খেতে থাকবে	মিন্যতি ভাত খাইল্যা র‍্যাহেবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	দয়া করে মিনতি একবার ভাত খেও	দ্যায়া ক্যারহ্যাকি মিন্যতি একবার খা লে

চাঁইভাষার শব্দভাণ্ডার :

চাঁই শব্দ	বাংলা শব্দ	চাঁই শব্দ	বাংলা শব্দ
মুঙনা	ইঁদুর	সাহার	ঝাঁটা
প্যাছিয়া	ঝাকা/ঝুড়ি	থারিয়া	থালা
গ্যাইলা	কলসি	পোরলা	পটল
খয়িতা	পাখির বাসা	আমলি	তেঁতুল
প্যাকুলে	পাকা	ব্যালগাড়ি	গরুরগাড়ি
ল্যাবিয়াল	নারিকেল	খোয়া	বাটি
প্যাইরী	পরি	অ্যাণ্টি	নাক
টোটস্যা	ঠোঁট	নুক্কাচোরি	লুকোচুরি
মতিবাহারি	মক্তোর মতো	চুট্টি	পিঁপড়ে
ক্ষিরা	শশা	ভুক	ক্ষুধা
পিয়াস	পিপাসা	ম্যাওসি	মাসি
ফুফু	পিসি	তোহবান	লুঙ্গি
পির‍্যান	জামা	বাইগান	বেগুন
মিচাই	লঙ্কা	সরান	রাস্তা
বিলায়	বিড়াল	ব্যাকরি	ছাগল
লোটা	ঘটি	চুলহা	উনুন
হ্যাসিয়াল	রান্নাঘর	চেংড়ি	বালিকা
চ্যাংড়া	বালক	বোগন্যা	বড়পাত্র
গোদি	কোল	ন্যড়িহা	নিতম্ব
ভ্যাইস	মোষ	ধোকা	প্রতারণা করা
ছিননে বালে	ছিনতাই	তেজি	সক্রিয়তা

ভাগ	প্রস্থন করতে বলা	নিস্তি	নোংরা স্বভাবের মেয়ে
ঘাঁটা	রাস্তা	খাঙা	গরুর পায়ের ঘা
নাঙ	উপপতি	নেংটা	উলঙ্গ
নেচ্ছি	লেজ	তাক্	অবাক
নিস	লক্ষ্য ঠিক করা	নুনছা	লবনাক্ত
হ্যাড়াব্যাড়া	তাড়াতাড়ি	গিদার	আহ্লাদ
তিনতারাটা	সেতার	শিরিং	রাত
সুনসান	নীরবতা	ড্যহ্যন	হিংসা
গিল্লা	নিন্দা	পাঁয়তারা	অসভ্যতা
হ্যাড়ম্যাজনা	হাঁড়ি মোছার কাপড়	নাইন	গরুর খাবার পাত্র
ন্যানহা	ছোট	ন্যান্দসী	ননদের বর
নিন	ঘুম	নিংহর	শিশির
হিদ্যি	নোংরা আবর্জনা	বেহুদ্দা	দিশেহারা
ডাগ্যর	পরিপুষ্ট	লাহা	স্নান কর
লার	নেড়ে দেওয়া	লাড়া	ধানের খড়
লাছ	বাড়ির উঠান	লাহিড়ি	জলখাবার
ল্যাটকানা	ফসল	ল্যাদনা	ছোট লাঠি
ল্যাড়না	মুড়ি ভাজার একগুচ্ছ পাটকাঠি	ম্যালুয়া	খেজুর পাতার চাটাই
গোড়হা	পাঠকাঠির উপর গোবর লেপা জ্বালানি	ম্যকোই	ভুট্টা

চাঁইভাষায় অন্য ভাষার প্রভাব :

চাঁই ভাষার আলোচনায় বলা যায় যে, চাঁই ভাষা আদর্শ মৈথিলী ভাষা নয়। মৈথিলী ভাষার সাথে সাথে বিহারের অন্যান্য ভাষার যেমন প্রভাব আছে, তেমনি দীর্ঘদিন বাঙালিদের সাথে সহাবস্থানের ফলে চাঁই ভাষার বাক্যে বাংলা শব্দও অনুপ্রবেশ করেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো বিদেশী ভাষার প্রভাবও রয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। ফলত ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং ফারসীর সাথে সাথে আবরী, তুর্কী শব্দেরও অনুপ্রবেশ হয়। ক্রমে বাংলাদেশে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ রাজত্বে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। আর চাঁই জনগোষ্ঠী বাঙালীর সাথে সহাবস্থান করার সাথে সাথে সেই সব শব্দ নিজেদের ভাষায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আর সেই সব শব্দ চাঁইরা নিজেদের মতো করে উচ্চারণ করে আসছে। কিছু শব্দের উল্লেখ করা হল -

বাংলা শব্দ – বউ > ব্যহু , সাঁঝ > সঞ্ঝা, খায় > খাঅই, ব্যামো > ব্যামোহ, কৃষ্ণ > কানাই, গোঁসাই > গুসান, গিন্নী > ঘ্যরনী, ভ্রম > ভ্যরম, আগলায় > আগলাহ্যায়, কাঁকড়া > ক্যাঁকড়া, সোহাগ > সুহ্যাগ, হলুদ > হলদী প্রভৃতি।

আরবী শব্দ – আক্কেল > অ্যাক্কেল, এলাকা > এল্যাকা, কদর > ক্যদর, কাজিয়া > কাজিহ্যায়, দলিল > দ্যলিল, খারাপ > খ্যারাপ, হাসিল > হ্যাসিল, হিস্‌সা > হিস্‌স্যা প্রভৃতি।

ফারসী শব্দ - রুমাল > রোমাল, অন্দর > অ্যান্দর, কাগজ > ক্যাগজ, খরিদ > খ্যরিদ, বাজার > ব্যাজার, খরচ > খ্যরচ, বেচারা > বিচ্যারা প্রভৃতি।

তুর্কী শব্দ – কাঁচি > কাঁইচি, দারোগা > দ্যাগরা, তকমা > ত্যকমা, লাশ > ল্যাশ প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ – আপিস > অ্যাপিস, গারদ > গ্যারদ, সার্জন > স্যার্জিন, কলেজ > ক্যলেজ, পেনশন > পেনশান, পালিশ > প্যালিশ প্রভৃতি।

পোর্তুগীজ – আলকাতরা > অ্যালকাত্যরা, আলমারি > অ্যালমারী, জানালা > জ্যানলা,

চীনা শব্দ – চা, লিচু > লিচ্চি প্রভৃতি।

চাঁই ভাষার নমুনা :

(১)

"লদ্দী ধারে ধারে চাঁইকে গাঁও,
আম, কেঠহ্যর ,বাঁশ জামকে ছাও।
ওক্যার ত্যল্লাম্যা আকে স্যব জুটলাও,
আকে ল্যড়কা-প্যড়কা খেলা ক্যরহাও।
কেউ খেল্যাহ্যায় ডাংগুলি
কেউ খেল্যাহ্যায় ঝ্যাইলঝুপ্পা;
কেউ আবার উচ্চা ড্যালম্যা উঠকে
ক্যারহ্যায় খুব হুপ-হুপ্পা।"

বঙ্গানুবাদ - নদীর ধারে ধারে চাঁইদের গ্রাম। আম-জাম-কাঁঠাল-বাঁশের ছায়ায় ঘেরা। গাছের তলায় গ্রামের ছেলেমেয়ে একসাথে খেলা করে। কেউ খেলা করছে ডাংগুলি, কেউ খেলা করছে গাছ থেকে লাফালাফি, কেউ কেউ উঁচু গাছে চেপে হনুমানের মতো হুপ হুপ করছে।

(২)

মা দ্যুর্গা

অস্যুরগল্যাকে ক্যরদে ত্যাঁয় জ্যব্দ তিরশুল দেকে ,
জ্যগ্যতম্যা বিছাকে দে চ্যাদ্দর সুখ ও শান্তিকে !
তোর স্যিংহকে ম্যাতুন শ্যক্তি দে স্যব্বেকোইকে ,
যুনে বিনাশ ক্যরা পারাক ম্যহিষাস্যুরগ্যলাকে !

কার্তিককে দেকে জ্যব্দ ক্যরা দে অস্যুরগ্যলাকে ,
ওকরাকে স্যাজা দে স্যব কাঁড়-ধ্যনুক দেকে !
গোনেশকে দেকে ভুত ছোড়া দে অস্যুরগ্যলাকে,
যুনে শুঁড় দেকে মারাক খুব আছড়া আছড়াকে !

ল্যক্ষ্মীকে ক্যহা থ্যাপ্পড় দেব্যা অস্যুরগ্যলাকে ,
এক থ্যাপ্পড়ম্যা যুনে গিরাক স্যব ধ্যরপ্যড়াকে !
সরোকে ক্যহা দেব্যা অস্যুরগ্যলাকে বীণাকে বাড়ি ,
যুনে সাত জ্যন্যম অস্যুরগ্যলা ন্যই নাঙাক দুয়ারী!

বঙ্গানুবাদ -

মা দুর্গা

অসুরগুলোকে করে দাও তুমি জব্দ ত্রিশুল দিয়ে,
জগতে বিছিয়ে দাও চাদর সুখ ও শান্তির!

তোমার সিংহের মতো শক্তি দাও সবাইকে,
যেন মহিষাসুরগুলোকে বিনাশ করতে পারে!

কার্তিক দিয়ে জব্দ করে দাও অসুরগুলোকে,
ওকে সাজিয়ে দাও সব তীর-ধনুক দিয়ে!
গনেশকে দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দাও অসুরগুলোর,
যেন শুঁড় দিয়ে মারে খুব আছড়ে আছড়ে!

লক্ষ্মীকে বলো থাপ্পড় দিতে অসুরগুলোকে,
এক থাপ্পড়ে যেন পড়ে সবাই ধড়পড়িয়ে!
সরস্বতীকে বলো দিতে অসুরগুলোকে আঘাত বীণার,
যেন সাত জনম অসুরগুলো না ডিঙে দুয়ার!

চাঁই ভাষার ভবিষ্যৎ :

বর্তমানে চাঁই ভাষার প্রতি চাঁই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বড্ড উদাসীন! ফলত চাঁইদের চাঁইভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া চাঁই ভাষায় কথোপকথন তেমন দেখা যায় না। কিছু বয়স্ক চাঁই মানুষরা নিজেদের মধ্যে এই ভাষা টিকিয়ে রেখেছে। নতুন প্রজন্ম মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে চাঁই ভাষা থেকে। লজ্জা পাচ্ছে চাঁই ভাষায় কথা বলতে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজ মাতৃভাষা চাঁইকে অবজ্ঞা করার অন্যতম কারণগুলি তুলে ধরা হল –

১) চাঁইদের মাতৃভাষা বলতে না পারার অন্যতম কারণ হল বিদেশী ভাষার প্রভাব। অনেক পরিবারই চাঁই ভাষার ব্যাপারে প্রথম থেকেই অনীহা পোষণ করেছে। তাই তাদের সন্তানদের ছোট থেকেই বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা চর্চা করাচ্ছে।

২) কিছু চাঁই পরিবার শহরের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে শহরমুখী হয়ে গেছে। জাত ভাইদের যেমন ছেড়েছে, তেমনি ভুলে গেছে নিজেদের মাতৃভাষা।

৩) অনেকে গর্ব করে বলে যে, তারা চাঁই ভাষা বলতে পারেন না। তবে একটু একটু বুঝতে পারেন। কেউ আবার কোনোটাই পারেন না -- এক্ষেত্রে পরিবারই দায়ী !

৪) চাঁই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও অনেকক্ষেত্রে চাঁই বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা প্রকাশ করে।

৫) চাঁই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় চাঁই ভাষায় আর কথা বলছে না।

৬) ভাষা সচেতনতার অভাবজনিত কারণে চাঁইদের মধ্যে চাঁই ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

৭) সাঁওতালরা আধুনিক যুগেও সাঁওতালী ভাষায় কথা আদান-প্রদান করেছে বলেই আজ সাঁওতালী ভাষা হারিয়ে যায়নি। চাঁইরা এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যতিক্রম!

৮) আধুনিক কর্মজীবনে প্রধান প্রধান ভাষার দাপটে উপভাষাগুলি মাথা চাঁড়া দিতে দাঁড়াতে পারছে না।

১০) সরকারের পক্ষ থেকে কখনোই কোনো আঞ্চলিক ভাষাকে উদ্যোগ নিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করেনি। ফলে চাঁই জাতি ও সমাজ নিজ ভাষা সম্পর্কে গোড়া থেকেই অনীহা থেকেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে চাঁই জাতির মধ্যে চাঁই ভাষার প্রতি হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখা দিয়েছে। আধুনিক প্রজন্ম পুরোপুরি ভুলতে বসেছে এই ভাষা। বর্তমানে চাঁই ভাষার অবস্থা দেখে মনে হয় আগামী একশত বছর পর চাঁই জাতি আর চাঁই থাকবে না; বাঙালি হয়ে যাবে। ভুলে যাবে তারা চাঁই ভাষা, ভুলে যাবে নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, পাল্টে যাবে নিজ জাতির জাতিসত্তা।

তথ্যসূত্র :

1. Hunter, W.W.: 'A Statistical Account Of Bengal, Vol-IX, Districts Of Murshidabad and Pabna'; Trubner & Co., London; 1876; Page No.-56
2. G.A., Grierson : Linguistic Survey in India, Vol.-V, Part-II; Motilal Banersidass; Dehli, 1903
3. G.A. Grierson : An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, Part I; Asiatic Society, Calcutta; 1881
৪. বিষয় মুর্শিদাবাদ (পত্রিকা), দ্রষ্টব্য - প্রামাণিক, সুফল : মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষার রূপরেখা; গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯১; বহরমপুর
৫. মজুমদার, পরেশচন্দ্র : আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা, (তৃতীয় সং.) মে ২০১৩